12

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... AUG. 3 1. 1999
পৃষ্ঠা 6 ... কলাম 4

কৃষি কলেজগুলিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রসঙ্গে

দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে গত ১০/৮/৯৯ তারিখে প্রকাশিত কৃষি কলেজগুলিকে কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হোক- শিরোনামে প্রকাশিত পত্রের ধারাবাহিকতায় কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করিতেছি। দিনাজপুরস্থ হাজী দানেশ এবং পটুয়াখালী কৃষি কলেজ দুইটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বাবদ্যালয়ে রূপান্তরের যে একতরফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা আইনের দৃষ্টিতে সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে না। কৃষি কলেজ দুইটি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের (বিএআরআই) অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। আর বিএআরআই ইহার আইন বলে একটি পরিচালনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। কৃষি কলেজ দুইটি বিএআরআই-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হওয়ায় ইহার আইনের আওতাভুক্ত। কলেজ দুইটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করিতে হইলে প্রথমেই শিক্ষা ও কৃষিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করিয়া কলেজ দুইটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরের বিষয়ে হাঁ-সূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহার পর প্রয়োজন হইবে বিএআরআই-এর পরিচালনা বোর্ড এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের গভর্নিং বোর্ডের হাঁ-সূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অতঃপর প্রস্তাবটি কৃষি মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটিতে উপস্থাপন করিয়া হাঁ-সূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদের কোন এক বৈঠকে উপস্থাপন এবং হাঁ-সূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। অতঃপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক দিনাজপুর ও পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে পৃথক পৃথক প্রকল্প প্রণয়ন এবং একনেক সভায় উহাদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পর জাতীয় সংসদে উক্ত দুইটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নামে দুইটি পৃথক আইন পাস করিতে হইবে। বিষয়টি আন্তঃমন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় আইন পাসের পরই কেবল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হইতে কৃষি কলেজ দুইটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণা করিয়া উহাদের জনবল, সম্পদ, দায়-দেনাসহ কৃষি মন্ত্রণালয় হইতে স্থানান্তরের নির্বাহী আদেশ আইনানুগভাবে জারি করা সম্ভব। উল্লেখিত আইনানুগ পদক্ষেপসমূহ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কৃষি কলেজ দুইটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার জন্য সার-সংক্ষেপ তৈরী করিয়া তাহা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রেরণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও বেআইনী কার্যক্রম। কোন সচেতন নাগরিক কৃষি কলেজগুলির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের একতরফা সিদ্ধান্তটিকে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশগুলির সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রদান এবং রুল নিশি জারির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, বিলুপ্ত দিনাজপুর কৃষি ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউটের জমি ও সম্পদসহ হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজে এ পর্যন্ত ৫০ কোটি টাকারও বেশী বিনিয়োগ করা হইয়াছে এবং বিলুপ্ত দুমকি সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের জমি ও সম্পদসহ পটুয়াখালী কৃষি কলেজে সরকার অদ্যাবধি ৬০ কোটি টাকারও বেশী বিনিয়োগ করিয়াছেন। রাজশাহী বিভাগীয় এবং বরিশাল বিভাগীয় অঞ্চলের সার্বিক কৃষি উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া জাতীয় কৃষি কমিশনের সুপারিশ এবং চাহিদা সুবিবেচনা করিয়া অত্র কলেজ দুইটিকে দুইটি পৃথক কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি।

বিষয়টির প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এডভোকেট মোহাম্মদ হোসেন,
এডভোকেট দিদার আলী
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা